রুশ বিপ্লবের ১০০ বছর: ১

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর:নীতি, বিতর্ক ও প্রচেষ্টা (১৯১৭-১৯৪৫)

আনু মুহাম্মদ

দুনিয়াজুড়ে রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে এবছর। এর অংশ হিসেবে বিপ্লব ও বিপ্লব উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন, এর পতন ও তার পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা, বর্তমান সময়ে মানুষের মুক্তির লড়াই এর সাংগঠনিক রূপ ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা বিতর্ক ও পর্যালোচনা হচ্ছে। মতাদর্শিক বিষয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। এবিষয়ে আমরা কয়েক সংখ্যায় বেশ কিছু লেখা প্রকাশ করবো। বর্তমান প্রবন্ধে রুশ বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কঠিন পথ, দুই দশকের সাফল্য ব্যর্থতা, ঐক্য ও বিতর্ক নিয়ে পর্যালোচনা উপস্থিত করা হয়েছে।

১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর (নতুন ৭ নভেম্বর) বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল সম্পন্ন হলেও রাশিয়ার বহু অঞ্চল বহুদিন পর্যন্ত বিপ্লবী সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল। ক্ষমতাচ্যুত সরকার, শ্বেতরক্ষী বাহিনী, সামাজিক ফ্যাসিস্ট বিভিন্ন গ্রুপ, দল ও বৃহৎ সম্পত্তি মালিক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৭টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বর্বর হামলা, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া, হত্যাযজ্ঞ, লুটপাট চলছিল। তার বিরুদ্ধে লালফৌজের সংহত হওয়া, যুদ্ধ পরিচালনা ও বিজয়ের জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে–বহু সময় লেগেছে। বহু অঞ্চলেই আগে পার্টির ভিত্তি ছিল না, এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই সেখানে সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সময়ের খুব ভালো পরিচয় পাওয়া যায় নিকোলাই অস্ত্রভস্কির ইস্পাত উপন্যাসে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই রুশ অর্থনীতি চরম নৈরাজ্যের মধ্যে পড়েছিল, বিশ্বযুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল খুবই নাজুক, যুদ্ধে অর্থনীতির সংকট গভীরতর হয়। রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে এই সংকট থেকে অর্থনীতির উত্তরণ ঘটানো ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরও সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ এই সংকট থেকে নিজেদের উদ্ধার করবার জন্য তারা সামরিক শাসনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।[১] অক্টোবর বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অক্ষমতা এবং বিপ্লবী পার্টির দ্রুত বিকাশ ও সঠিক কর্মসূচি নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং রাশিয়ায় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল দুর্বল হয়ে পড়ার সামগ্রিক ফলাফল।

বিপ্লব পরবর্তী পরিস্থিতি

অক্টোবর বিপ্লব হওয়ার পর বিপ্লবী সরকারকে অর্থনীতির নৈরাজ্যিক অবস্থা, বিশ্বযুদ্ধের চাপ এবং একটানা সশস্ত্র হামলা চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হয়। শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে সংগঠনের ভিত্তি যে সবক্ষেত্রে সমান ছিল তাও নয়। তাছাড়া বিভিন্ন সোভিয়েতের মধ্যে মেনশেভিক ও সোশ্যাল রেভল্যুশনারীদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।[২] এছাড়া বিপ্লব-উত্তরকাল সাবেক সরকারের আমলা, বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবী, শিল্পমালিক, ব্যবসায়ীদের প্রভাবও যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধের মোকাবিলা এবং অন্যদিকে সমাজ অর্থনীতি রূপান্তরের সংগ্রাম একসঙ্গেই চালাতে হচ্ছিল।

বিপ্লবের পরই জোতদার এবং চার্চের জমি জাতীয়করণ করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ক্রমান্বয়ে সমবায়ী কৃষি ব্যবস্থা চালুর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ৮ ঘণ্টার শ্রম দিবস চালু করা হয়। বড় বড় শিল্প-কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত হয় এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কমিটিগুলোকে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা তদারকের অধিকার দেয়া হয়। বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতে আনা হয়। শ্রমিক এবং সৈনিকদের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহ নীতি চালু করা হয়। অর্থনৈতিক রূপান্তরের এই নীতিকে 'যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ' বলা হয়।

কিন্তু বহুরকম চেষ্টা সত্ত্বেও শিল্প, কৃষি উৎপাদন, যোগাযোগ, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ সময় বিভিন্নমুখি সংকট দেখা দেয়। এই পেছনে কারণ ছিল–গৃহযুদ্ধের অব্যাহত চাপ, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, কাঁচামালের অভাব, যুদ্ধে অধিকাংশ সম্পদ নিযুক্ত, দক্ষ জনশক্তির অভাব, ব্যবস্থাপনার সমস্যা ইত্যাদি। এ সময়ে উৎপাদন ১৯১৬-র চাইতেও নিচে ছিল। মুদ্রাস্ফীতিও মারাত্মক আকার লাভ করে।[৩] শ্রমিক এবং সৈনিকদের খাদ্য জোগান দেয়ার জন্য বাধ্যতামূলক শস্য সংগ্রহ ছিল তখন অপরিহার্য কিন্তু উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কুলাকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই সংগ্রহে বাধাদানের ফলে শ্রমিক এবং সৈনিকদের অনাহারের শিকার হতে হয়।

মূলত 'যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ' বলে কথিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদন বিনিময়ের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, যদিও ব্যক্তিমালিকানা তখনও কৃষিতে বেশ ব্যাপকভাবে এবং শিল্পে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ছিল। অবৈধ বাণিজ্য, চোরাচালানির অস্তিত্বও ছিল উল্লেখযোগ্য, কখনো কখনো অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার অংশ।

গৃহযুদ্ধে বিজয় এবং শত্রুপক্ষের নিশ্চিত বিপর্যয়ের পর ১৯২১-এর যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ থেকে সুচিন্তিতভাবে পশ্চাদপসরণ করা হয়, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের বেশ কিছু মৌলিক নীতির স্থানে নতুন কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, লেনিনের লেখাতেই যা পরে 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' নামে পরিচিত হয়। কৃষকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শস্য সংগ্রহ নীতি বাতিল করে তার স্থলে ফসলে কর (Tax in kind) চালু করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী কৃষকেরা কর দেয়ার পর উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজারে বিক্রির অধিকার লাভ করে। খুচরা বাণিজ্যের অধিকার দেয়া হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাবেক পরিচালকদের পরিচালনার সুযোগ দেয়া হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে পার্টি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়।

মোদ্দা কথায় অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি শিথিল করে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। এ নিয়ে পার্টিতে লেনিনকে তখন অনেক বিরোধিতারও মুখোমুখি হতে হয়। সোশ্যাল রেভল্যুশনারি এবং মেনশেভিকদের অনেকে তাকে পুঁজিবাদের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করে। পশ্চিমের বিভিন্ন মহল যুদ্ধকালীন সাম্যবাদকে প্রকৃত সাম্যবাদ বলে ভেবে এসব পদক্ষেপকে সাম্যবাদের ব্যর্থতা ও পুঁজিবাদের দিকে অবশ্যম্ভাবী যাত্রা বলে উল্লেখ করে। লেনিন যে নিজেও এসব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আনন্দচিত্তে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নয়। তিনিও এসব নীতি ও ব্যবস্থাবলিকে প্রয়োজনীয় 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য এই ধাপ আমাদের পার হতেই হবে। বরঞ্চ

'যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ' ছিল পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে নেয়া। ২০ দশকে এক লেখক লিখেছিলেন, "যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ ছিল আমাদের ওপর আরোপিত, যা আরোপ করেছিল প্রথমতঃ জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, দ্বিতীয়ত প্রতিবিপ্লবীদের তৎপরতা। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ কোন স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নীতি ছিল না। কিন্তু সেই সময়ের পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে এটাই ছিল অপরিহার্য।"[৪]

নয়া অর্থনৈতিক নীতিকে তার রাজনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া বিবেচনা করলে নিশ্চিতভাবে তা অসম্পূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর হবে। এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে এই নীতির পূর্বে ও সেই সময়ে বলশেভিক পার্টির সঙ্গে অন্যান্য পার্টির সম্পর্ক, পার্টির মধ্যে বিতর্ক, রাষ্ট্রের বল প্রয়োগকারী চরিত্র অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ ও নয়া অর্থনৈতিক নীতির সময়কালে বলশেভিক পার্টির গুণগত অগ্রগতি বির্তক, মতভেদ, বিভিন্ন পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান পর্যন্ত, লক্ষ্য করি।

বিপ্লব-উত্তর রাষ্ট্র ও বিভিন্ন দল

সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা দখল করলেও তা ঠিক কীভাবে কার্যকর হবে, তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে পার্টি এবং লেনিনের, সঙ্গত কারণেই, খুব পরিষ্কার কোনো ছক ছিল না। সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটো প্রধান উপাদান ছিল: এক. সোভিয়েত বা জনগণের সংগ্রামী সংস্থা, এবং দুই. বলশেভিক পার্টি। সোভিয়েতগুলোতে তখনো সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেনশেভিকদের অনেকখানি প্রভাব ছিল, কোনো কোনো সোভিয়েতে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের সূচনাকালের মধ্যেই সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে বিভিন্ন 'গণতান্ত্রিক' পার্টিকে অংশীদার করার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং "সোভিয়েত রাষ্ট্র বস্তুত একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বলশেভিক পার্টির শক্তির মূল উৎস ছিল শ্রমিক এবং সৈনিক সোভিয়েতগুলোতে বলশেভিক আধিপত্য। ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর সারা রাশিয়া শ্রমিক এবং সৈনিক সোভিয়েতগুলোর কংগ্রেসে "কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার" (SOVNARKOM) গঠিত হয়, যা বস্তুত প্রথম শ্রমিক এবং কৃষকদের সরকার। প্রধানত এর সদস্য ছিলেন বলশেভিকরাই। পরে এতে কিছু দিনের জন্য সোশ্যাল রেভল্যুশনারিদেরও নেয়া হয়। ১৫ নভেম্বর সকল সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। 'সভনারকম' প্রথমে এই পরিষদের অধীনস্থ থাকলেও বাস্তবত সেটিই পরে মূল ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা, বলপ্রয়োগের চরিত্র ইত্যাদি তখন পর্যন্ত পরিষ্কার ছিল না। লেনিনের পূর্ব ধারণা ছিল, সোভিয়েত সরকারের সংগঠন বস্তুত অরাষ্ট্র সংগঠন হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এটিকে পূর্ণ মাত্রায় রাষ্ট্রের চরিত্রদান করে।[৫] গৃহযুদ্ধ এবং বিভিন্ন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও গোয়েন্দা সংস্থা 'চেকা'কে ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী করতে হয়।

বিপ্লবের পর কয়েক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন পার্টির অস্তিত্ব ছিল। মেনশেভিক ও সোশ্যাল রেভল্যুশনারিদেরকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তাদের সদস্যদেরকে অধিষ্ঠিত করার জন্য বলশেভিক পার্টি একাধিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এমনকি যেসব কাদেত সদস্য তখন পর্যন্ত সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তাদেরও বিভিন্ন কমিটিতে রাখা হয়।

সারা রাশিয়া সোভিয়েতে মেনশেভিক ও সোশ্যাল রেভল্যুশনারির (এস আর) ছিল সংখ্যালঘু যদিও বলশেভিক পার্টিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের জন্য একপর্যায়ে তাদের বিভিন্ন চক্রান্তমূলক তৎপরতা দেখা যায়। তারা সরকারে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে বিপুলসংখ্যক বুর্জোয়া প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি ও লেনিনের অপসারণ দাবি করে।[৬] বাম এস আর'দের ক'জন সদস্য এরপরও কিছু দিন সরকারে ছিলেন। সব দলেরই ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা ছিল। এসব পত্রিকায় তারা বলশেভিকবিরোধী বক্তব্যও উপস্থিত করেছেন। বাম এস আর'রা একপর্যায়ে বিদ্রোহের আহ্বান জানায়, উস্কানিমূলকভাবে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করে। গৃহযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির অভাব ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার সুযোগ এবং বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহ নীতির কারণে কিছু কিছু অঞ্চলে কৃষকদের বিক্ষোভকে পুঁজি করে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ সংগঠিত করারও চেষ্টা করে। পরিস্থিতি তখন একসঙ্গে কাজ করা, এবং ঐক্যের মধ্যে মতাদর্শিক সংগ্রাম করার স্তর অতিক্রম করেছে। এই পর্যায়ে যখন তারা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের পাঁয়তারা করতে থাকে তখন তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করা হয়। লেনিন এ সময় বলেন, 'সন্ত্রাস এবং চেকা দুটোই এখন চূড়ান্তভাবে অপরিহার্য।'[৭]

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোশ্যাল রেভল্যুশনারীদের ২২ জন নেতার বিচার করা হয় ও তাদের বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয়; তাদের পত্রপত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করা হয় এবং চক্রান্তমূলক ও সামরিক অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা রোধের জন্য চেকা'কে অনেকখানি ক্ষমতা দেয়া হয়। কাজেই নয়া অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের সূচনাকালের মধ্যেই সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে বিভিন্ন 'গণতান্ত্রিক' পার্টিকে অংশীদার করার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং "সোভিয়েত রাষ্ট্র বস্তুত একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[৮]

সোভিয়েত প্রশসন সম্পর্কে তখন পর্যন্ত লেনিনের বক্তব্য ছিল, "আমাদের এক বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্র রয়েছে; কিন্তু সঠিকভাবে চালাতে না জানার ফলে এটি খুবই খারাপভাবে চলছে।...হাজার হাজার কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে–যারা হয় বুর্জোয়া বা আধা বুর্জোয়া অথবা এমন অধঃপতিত যে তাদের সোভিয়েত সরকারের ওপর কোনো আস্থাই নেই।"[৯] একদিকে পার্টি ক্যাডারদের দক্ষতার অভাব অন্যদিকে প্রশাসনকে সচল রাখার প্রয়োজনীয়তা এই দুই কারণে বহুসংখ্যক আমলাকে পুনর্বহাল করা হয়। নয়া অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাদের অনেকখানি অধিকারও দেয়া হয়।

বলশেভিক পার্টির মধ্যে বিভিন্ন উপদল

বিপ্লবের পর নতুনভাবে বলশেভিক পার্টির মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এসব প্রবণতা থেকে বিভিন্ন গ্রুপ উপদলেরও জন্ম হয়। বিতর্ক বা মতবিরোধের উৎস ছিল বহু প্রশ্ন। সোভিয়েত রাষ্ট্র ঠিক কী? রাষ্ট্রের সঙ্গে পার্টি সোভিয়েত-ট্রেড ইউনিয়ন-জনগণের সম্পর্ক কী হবে? উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ না উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর কোনটি প্রধান, পার্টিতে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার ধরন, কৃষকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, জার্মানির সঙ্গে চুক্তি ইত্যাদি প্রশ্ন তখন পার্টির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সমাধানের লক্ষ্যে ঘুরপাক

খাচ্ছে। সব উত্তর কারও কাছেই স্পষ্টভাবে ছিল না।

সোশ্যাল রেভল্যুশনারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে পার্টির মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তা প্রকট আকার নেয়নি। মতবিরোধ প্রকট আকার নেয় জার্মানির সঙ্গে চুক্তি যা 'ব্রেস্ট-লিটস্ক' চুক্তি নামে পরিচিত তা নিয়ে। এই চুক্তি সম্পাদনের বিরুদ্ধে ছিলেন ট্রটস্কি-বুখারিনসহ আরও অনেকেই। লেনিন বারবার চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব নিয়ে হেরে যাচ্ছিলেন, চুক্তি যত বিলম্বিত হচ্ছিল ততই জার্মানি নতুন নতুন অঞ্চল দখল করে নিচ্ছিল। অনেক বিলম্বে ট্রটস্কি লেনিনের সঙ্গে একমত হন।

তখন 'বাম কমিউনিস্ট' গ্রুপ নামে একটি উপদল ছিল। এই গ্রুপ থেকে কমিউনিস্ট নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা শ্রমিকদের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নীতিকে তাদের জন্য দাসত্ব আরোপের নয়া চেষ্টা বলে বর্ণনা করে। পত্রিকা আমলাতন্ত্রের কেন্দ্রিকতার প্রবণতার বিরোধিতা করে, তাদের মূল বক্তব্য ছিল সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী অনেক রকম পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে লেনিনের বক্তব্য ছিল, "সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্তর এটা নয়, উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর কোনো পরিবর্তন আনারও স্তর এটা নয়, এটি হচ্ছে নৈরাজ্যিক অবস্থা থেকে অর্থনীতিকে সুশৃঙ্খল পর্যায়ে আনার স্তর, যা বস্তুত "সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনস্ত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ।" বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে সপ্তম কংগ্রেসে বিস্তারিত আলোচনা হয়, বিরোধী নেতৃবৃন্দ পার্টির নেতৃস্থানীয় অবস্থানেই ছিলেন।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে আর একটি উপদল সৃষ্টি হয়, যার নাম 'মিলিটারি অপজিশন'-এর সঙ্গে স্ট্যালিনেরও সম্পর্ক ছিল, যে উপদলের মূল বক্তব্য ছিল, লালফৌজে সামরিক বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা। ১৯২০ সালের দিকে পার্টিতে আরও একটি নতুন বাম বিরোধী গ্রুপ সৃষ্টি হয়, যারা রাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করে। এদের বিপরীত দিকে ট্রটস্কি এবং বুখারিনের নেতৃত্বে আর একটি গ্রুপ দাঁড়ায়, যারা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি অব্যাহত রাখার পক্ষে ছিলেন। শ্রমের সামরিকীকরণ অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে কঠোরভাবে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রের অধীনস্থ রাখার পক্ষে তারা বক্তব্য দিতে থাকেন। ট্রটস্কির বক্তব্য অনুযায়ী, শ্রমিকদের অব্যশই কঠোর শৃঙ্খলার অধীনস্থ থাকতে হবে, সামরিক শৃঙ্খলা অনুযায়ী চলতে হবে, যে কোনো শৈথিল্যের জন্য তাদের শাস্তি পেতে হবে। সকল শ্রমিককে নিজেদের সৈনিক হিসেবে ভাবতে হবে। শ্রমের স্বাধীনতা–মেনশেভিক ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।[১০] নবম কংগ্রেসে এ বক্তব্য উত্থাপিত হলেও তা গৃহীত হয়নি। বুখারিন বলেন, সর্বহারার একনায়কত্ব একটি পরিস্থিতিতে অবশ্যই 'সামরিক সর্বহারা একনায়কত্বের' রূপ নিতে পারে।[১১]

এর বিপরীত গ্রুপ 'ওয়ার্কার্স অপজিশন' সকল শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ট্রেড ইউনিয়নের হাতে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। লেনিন এ দুটো প্রবণতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেন এবং একদিকে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির তত্ত্ব কিংবা অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়নবাদী প্রবণতার বিরোধিতা করে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেন। দশম কংগ্রেসে এ লাইনগুলো দিয়ে বিস্তারিত বির্তক আলোচনা হয় এবং ওয়ার্কার্স অপজিশন পায় ১৮ ভোট, ট্রটস্কি বুখারিন মত পায় ৫০ ভোট এবং লেনিন-স্ট্যালিন মত পায় ৩৩৬ ভোট।

দশম কংগ্রেস উপদলগুলোর এই পরাজয় হয় এবং সব উপদলের অস্তিত্ব, তাদের ভিন্ন শৃঙ্খলা, গোপন কার্যকলাপের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় এবং পার্টির মধ্যে আলাদা পার্টি গঠন করার প্রবণতাসম্পন্ন গ্রুপ গঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়।[১২] দশম কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্ট্যালিনের পরবর্তী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি: বিভিন্নমুখী প্রবণতা

নয়া অর্থনৈতিক নীতির অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্রাস্টের অধীনে আনা হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ভাগে ছিল সেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যেগুলো রাষ্ট্রীয় জোগানের ওপর নির্ভরশীল; অন্যদিকে ছিল সেসব প্রতিষ্ঠান, যেগুলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ভোগ করছিল। জ্বালানি, অস্ত্র ও অন্যান্য ধাতব শিল্পগুলোকে আগের পর্যায়ে রাখা হয়।

নবম সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, "সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, তা যে ভাগেই পড়ুক না কেন তাকে অবশ্যই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে।"[১৩] কিছু প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের হাত থেকে সমবায়ের হাতে অর্পণ করা হয়। সমবায়গুলোকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা প্রদান এই নীতির অধীনে বাজার পুনস্থাপনের অন্যতম দিক। ১৯২১-এর শেষ দিকে ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা সুলভ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনরায় চালু করা হয়। একই বছর বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে কর আদায়ের জন্য কর নীতি প্রণীত হয়। ১৯২৩ সালের মধ্যে পুরনো রুবল একাধিকবার অবমূল্যায়নের কারণে দাম স্তর খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২৪ সালের মধ্যে মুদ্রা সংস্কার সম্পূর্ণ হয় এবং সম্পূর্ণ নতুন মুদ্রা চালু করা হয়।

বিতর্ক বা মতবিরোধের উৎস ছিল বহু প্রশ্ন। সোভিয়েত রাষ্ট্র ঠিক কী? রাষ্ট্রের সঙ্গে পার্টি সোভিয়েত-ট্রেড ইউনিয়ন-জনগণের সম্পর্ক কী হবে? উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ না উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর কোনটি প্রধান, পার্টিতে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার ধরন, কৃষকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, জার্মানির সঙ্গে চুক্তি ইত্যাদি প্রশ্ন তখন পার্টির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সমাধানের লক্ষ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সব উত্তর কারও কাছেই স্পষ্টভাবে ছিল না।

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পর মালিকানা ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরঞ্চ এক ধরনের স্থিতাবস্থা ছিল। শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী সংগঠিত হচ্ছিল, গ্রামাঞ্চলে কুলাক শ্রেণীর মুনাফা অর্জনের পথে বাধা অপসারিত হওয়ার পর তাদেরও আধিপত্য বাড়ছিল–শোষণমূলক অর্থনীতি তখনো বেশ দাপটের সঙ্গেই ছিল। বাধ্যতামূলক খাদ্য সংগ্রহ নীতি রহিত করার কারণে শিল্প এবং কৃষির যোগাযোগের মাধ্যমে হয়ে দাঁড়ায় বাজার। অসংগঠিত বাজার ব্যবস্থা দ্রুত সংগঠিত ও বিস্তৃত হতে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূর্বের নৈরাজ্য অনেকখানি কাটতে থাকে।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি পার্টির অনেককেই হতাশ করে তুলেছিল। পরিবর্তনের প্রবণতা থেকে এটা ভাবা অস্বাভাবিক ছিল না যে, যেভাবে কুলাক শ্রেণী, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে তাতে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক বিজয় আসন্ন। নয়া অর্থনৈতিক নীতি যে একটি পশ্চাদপসরণ এটি লেনিন বারবার গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন, একে বলেছেন 'উৎক্রমণশীল মিশ্র ব্যবস্থা' (যেখানে

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপাদান রয়েছে, রয়েছে খুদে পণ্য উৎপাদন এমনকি আরও পশ্চাৎপদ স্বনির্ভর কৃষক অর্থনীতি–যেগুলো কোনোটাই স্থায়ী নয়) বলেছেন, এটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে পুঁজিবাদের দিকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ও শক্তি ধারণ করছিল। তাকে প্রতিহত করার শক্তি ছিল অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক। এই রাজনৈতিক শক্তিটি হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব, শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা। এই ক্ষমতা ধারণ করেই বলশেভিক পার্টি পুঁজিবাদী উপাদানের বিকাশকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে এবং সমান্তরালভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করার মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেছে।

এই সময়েই রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংগঠনিকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যে সময়ে গ্রামাঞ্চলে কুলাক শ্রেণীর বিকাশ ঘটছে সে সময়েই রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, কাজ খুব সহজসাধ্য ছিল না, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, সামাজিক আধিপত্যকে পুঁজি করে বারবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, কোথাও কোথাও সশস্ত্র তৎপরতাও চালায়।

এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে লেনিন নিহত হন। ১৯২৪ এর জানুয়ারিতে লেনিন মৃত্যুবরণ করবার পর বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাবার নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ে স্ট্যালিনের উপর। শিল্প বাণিজ্য, প্রশাসন ও কৃষিক্ষেত্রে পুরনো মালিক যারা ছিলেন এবং নতুনভাবে যে বুর্জোয়া শ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল তারা মোটেই শক্তিহীন ছিল না এবং তাদের নিরীহ মনে করারও কারণ নেই। তাছাড়া তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের যোগাযোগও কমবেশি ছিল।

> নয়া অর্থনৈতিক নীতি পার্টির অনেককেই হতাশ করে তুলেছিল। পরিবর্তনের প্রবণতা থেকে এটা ভাবা অস্বাভাবিক ছিল না যে, যেভাবে কুলাক শ্রেণী, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে তাতে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক বিজয় আসন্ন।

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের সময় বিপ্লবপূর্ব বড় মাঝারি বুর্জোয়ারা বস্তুত উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালুর পর তারা 'মৃত' অবস্থা থেকে আবার বেশ 'স্বাস্থ্যোজ্জ্বল' অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছিল।[১৪] বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের উচ্চ বেতনে নিয়োগকে লেনিন বলেছিলেন 'বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ', এই বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তারা গঠন করেছিল একটি 'আমলা শ্রেণী'। গ্রামাঞ্চলে কুলাক শ্রেণী আগে থেকেই ছিল। নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালুর সময়ে পেটি বুর্জোয়া বিভিন্ন পার্টি কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং অন্য কোন নতুন পার্টি খুলতে না পারার কারণে এ সব শক্তি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে পারেনি। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ, চিন্তাচেতনার প্রভাব বলশেভিক পার্টির মধ্যেই পড়েছে–যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সে সময় পর্যন্ত শিল্প কৃষি উৎপাদন মোটেই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল, বিদ্যুতায়ন আংশিক, শিল্পায়নের জন্য সম্পদ যোগান দেবার মতো অবস্থা কৃষির নেই, দক্ষ জনশক্তি পর্যাপ্ত নয়–যারা আছে তারাও রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্য নয়; শিল্পায়ন ব্যাপক না হবার ফলে কৃষির দুর্বলতা দূর হচ্ছে না; একইভাবে কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থা শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় একদিকে আধুনিক শিল্পায়ন, অন্যদিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত বৃহদায়তন কৃষি উৎপাদন। এ কাজগুলো করতে গিয়েই পার্টির ভেতরে অনেক জটিলতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত তৈরি হয়।

কৃষিতে পরিবর্তনের ধারা

কৃষিতে সামাজিক মালিকানা ও সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন সম্পর্কে লেনিন আগেও লিখেছেন, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে এর কাঠামো ঠিক কী হবে তা আগে থেকে ঠিক করা সম্ভব ছিল না। পুরনো গ্রামীণ 'মীর' ব্যবস্থা একটি ধারণা দিয়েছিল কিন্তু তা নতুন ব্যবস্থায় উপযোগী ছিল না। এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনটি কাঠামো উদ্ভূত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে যেটি আসে সেটিকে রুশ ভাষায় বলা হয় 'টজ' (TOZ) যেখানে জমি গবাদি পশু ও উৎপাদনের মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে একসঙ্গে চাষাবাদ করা হত। উৎপাদনের পর জমির মালিকানা অনুযায়ী ফসল ভাগ হতো। এটি খুব ফলদায়ক হয়নি। আরেকটি কাঠামো ছিল কমিউন, এখানে ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। এখানে সকলে শুধু একসঙ্গে চাষাবাদ করবে তাই নয়, একসঙ্গে বসবাসও করতে হবে। এ ব্যবস্থা টেকেনি, সাধারণভাবে গৃহীত হয়নি। সবচেয়ে সফল কাঠামোর নাম হচ্ছে 'আর্টেল'। এর অধীনে জমি ও উৎপাদন উপকরণের উপর যৌথ মালিকানা ও যৌথ চাষাবাদ হবে। কিন্তু কৃষক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন বসতবাটি ও বাগান থাকবে।

বিপ্লবের পর ভূস্বামীদের জমি জাতীয়করণ করে তার বিরাট অংশ ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, বাকি অংশ দিয়ে রাষ্ট্রীয় খামার গঠন করা হয়। ক্ষুদ্র গরিব কৃষকদের যৌথ খামার (কলখজ) গঠনে উৎসাহিত করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় খামারও (সভখজ) গঠন করা হয়। নয়া অর্থনৈতিক নীতির ১ বছর যাবার পর সভখজ ও কলখজ বিস্তারের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়। ১৯২৪ সালে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সুবিধাদি প্রদানের জন্য কৃষি ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালের ভূমি সংস্কার সামন্ত প্রভুদের উচ্ছেদ করে এবং ক্ষুদ্র খামারের মালিক কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিভিন্ন বাস্তব কারণে কৃষিতে সামাজিক মালিকানার বিস্তার ঘটানো কঠিন হয়ে পড়ে। গৃহযুদ্ধের সময়কালে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৪০০০ থেকে ৫০০০ রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেগুলোর অধীনে জমি ছিল ৫ মিলিয়ন একর। কিন্তু পরিচালনা ও উৎপাদন উপকরণের সমস্যা থাকবার কারণে এগুলোর বেশির ভাগ জমি ২০ দশকের প্রথম দিকে ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয়। ১৯২১ এর দিকে ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন একর জমি ছিল ১৪,০০০ যৌথ খামারের অধীনে। কয়েক বছরের মধ্যে এর সংখ্যাও কমে যায়। ১৯২৭ এর দিকে এগুলোর সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায় কিন্তু মোট কৃষিতে তার অনুপাত থাকে খুবই কম। পরিচালনার সমস্যা ছাড়াও অন্য আর একটি সমস্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য, সেটি হচ্ছে ২০দশকের শেষ ভাগের আগে রুশ শিল্পখাত কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের অবস্থায় আসেনি, আধুনিক সার সরবরাহের অবস্থাও ছিল না।

নীচের ছক থেকে এটা পরিষ্কার যে, কৃষিতে বিপ্লবের পর গ্রামাঞ্চলে সামন্ত প্রভুদের অস্তিত্ব না থাকলেও কুলাকদের অস্তিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। বাজারজাত ফসলে তাদের অংশগ্রহণ কম ছিল না। তবে উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা ছিল গরিব ও মাঝারি কৃষকদের।

১৯২৯ সালে গসপ্যান পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান ফসল উৎপন্ন অঞ্চলগুলোতে তখন পর্যন্ত শতকরা ১০ জন সর্বাধিক ধনী কৃষকের মালিকানার উৎপাদন উপকরণের শতকরা ৩৫ থেকে ৪৫ ভাগ এবং গবাদিপশুর শতকরা ৩০ ভাগ ছিল। নীচে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত কৃষির উৎপাদনের অবস্থা দেখানো হল:

ছক-১: কৃষি উৎপাদন

	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মি: পুদস)	শতকরা হার	গ্রামের বাইরে বাজারজাত করণ (মি: পুদস)	শতকরা হার	মোট খাদ্যশস্যের মধ্যে বাজারজাত করণের অনুপাত
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে					
সামন্ত প্রভু	৬০০	১২	২৮১	২১.৬	৪৭
কুলাক	১৯০০	৩৮	৬৫০	৫০	৩৪
গরিব ও মাঝারি কৃষক	২৫০০	৫০	৩৬৯	২৮.৪	১৪.৭
১৯২৬-২৭					
রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামার	৮০	১.৭	৩৭.৮	৬	৪৭.২
কুলাক	৬১৭	১৩	১২৬	২০	২০
গরিব ও মাঝারি কৃষক	৪০৫২	৮৫.৩	৪৬৬.২	৭৪	১১.২

১ পুদ= প্রায় ৩৬ পাউন্ড

সূত্র: কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ, ইউএসএসআর, উদ্ধৃতি: মরিস ডব পৃ: ২১৭

অন্যদিকে, সে সময়কাল রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের অধীনে মোট আবাদি জমির শতকরা মাত্র ১ ভাগ ছিল। উপরের ছক থেকে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বাজারজাত ফসলের শতকরা প্রায় অর্ধেক সরবরাহ করতো এসব খামার। মূলত কৃষিতে তখন ক্ষুদ্র কৃষি জোতের আধিক্য ছিল। তবে ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষকদের অধীনে উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তাদের ক্ষেত্রে বাজারজাত ফসলের অনুপাত কমেছে। তার কারণ সম্ভবত তাদের ভোগের পরিমাণ, যা আগে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল, উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্পায়ন নীতি : বিতর্ক, উপদল

শিল্পায়নের প্রকৃতি, আয়তন ও খাতওয়ারি গুরুত্ব নিয়ে ২০ দশকের প্রথম থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। এর সঙ্গে শিল্পখাতে অর্থ সংস্থানের প্রশ্নটিও খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য কৃষিকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে, এক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর কি রূপ দাঁড়াবে তা নিয়ে মতভেদ ও বিতর্ক বেশ ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯২৩ সালে ট্রটস্কিও পরিকল্পিত উন্নয়নের কথা জোর দিয়ে বলেন। পার্টিতে এ নিয়ে কোন নতুন বিতর্ক ছিল না, কিন্তু পরিকল্পিত উন্নয়ন ধারণাটিই তখন বিশ্বে নতুন, কাজেই এর রূপরেখা নিয়ে অনেক বিতর্কের অবকাশ ছিল।

পরিকল্পিত উন্নয়ন, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবার তাগিদ তখন পার্টি এবং জনগণের মধ্যে ছিল ব্যাপক। কিন্তু এক্ষেত্রে পার্টিতে প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। ট্রটস্কির মত ছিল, একটি দেশে আলাদাভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র ইউরোপের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশে বিপ্লবের পরই। কাজেই পরিকল্পিত উন্নয়ন, অর্থ সংস্থান, শ্রমিক কৃষক মৈত্রী, সর্বোপরি অর্থনীতির সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্নটি সেই সময় স্ট্যালিন এবং তার সহযোগীদের কাছে যতটা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ট্রটস্কির কাছে ততটা ছিল বলে তেমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

১৯২৫ সালে যখন কৃষি শিল্পের উৎপাদন মোটামুটিভাবে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় পৌঁছেছে তখন পার্টি 'পুনরুত্থানের পর্ব'-এর সমাপ্তির কথা ঘোষণা করে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯২৫-এর পার্টি কংগ্রেসে শিল্পায়নকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য সামনে দুটো পথ খোলা ছিল: এক কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত শোষণ, দুই বিদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহের প্রস্তাব পার্টির মধ্যে ছিল, কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতাও ছিল। স্ট্যালিন নিজে বলেন, "বর্তমান অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহের কিংবা উপকরণের উপর নির্ভর করা মানে সোভিয়েত অর্থনীতির রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করা এবং সোভিয়েত অর্থনীতিকে বন্ধকী দেয়"।[১৫] সন্দেহ ছিল না যে, পুঁজি দেশের অভ্যন্তর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে এবং তার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি। কিন্তু এই সংগ্রহের উপায় কি?

ট্রটস্কি এবং তার সহযোগীরা কৃষিকে কোন রকম কনসেশন দেয়ার বিরোধী ছিলেন। শিল্পের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ট্রটস্কি বারবারই বলেছেন। একই গ্রুপের সদস্য প্রিওব্রেঝনিস্কি এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো দেন এবং "আদিম সমাজতান্ত্রিক পুঞ্জিভবনের" তত্ত্ব উপস্থিত করেন (এই প্রত্যয়টি অবশ্য এর আগে ব্যবহার করেন স্মিরনভ)। এর মূল কথা ছিল রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক খাত তার প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশের জন্য অন্যান্য খাতগুলোকে উপনিবেশের মত ব্যবহার করবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দু'ভাবে সম্পদ পুঞ্জিভবন ঘটতে পারে প্রথমত, "ঔপনিবেশিক" অঞ্চলগুলোতে প্রত্যক্ষ কর আরোপ, দ্বিতীয়ত, বাজার ব্যবস্থায় বিনিময় শর্ত রাষ্ট্রীয় খাতের পক্ষে রাখা। বলাবাহুল্য এই "ঔপনিবেশিক" অঞ্চল কৃষিকেই হতে হতো। ১৯২৪ সালে ত্রয়োদশ কংগ্রেসে ট্রটস্কি নেতৃত্বাধীন "বিরোধী গ্রুপের" সুপারিশ প্রত্যাখ্যাত হয় এবং শিল্প পণ্যের দাম কমিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিনিময় বৃদ্ধি করা হয়।

আদিম সমাজতান্ত্রিক পুঞ্জিভবন তত্ত্বের বিরুদ্ধে বুখারিন সে সময় স্ট্যালিনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলো ছিল: (১) এই ব্যবস্থা শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর নীতিকে ধ্বংস করবে। (২) এই ব্যবস্থা কৃষিতে যৌথ কাঠামো বিকাশে সহায়তা করবে না এবং (৩) এই সুপারিশের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের অভিজ্ঞতা অসঙ্গতিপূর্ণ।[১৬]

১৯২৫ সালের মধ্যে পার্টিতে ট্রটস্কির নেতৃত্বে একটি উপদল (যা Left opposition নামে পরিচিত) সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের ভিন্ন সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যায়, বিভিন্ন স্থানে সমাবেশে তারা তাঁদের বক্তব্য বলতে থাকেন। শ্রমিকদের মধ্যে তাদের যে বিভিন্ন সমাবেশ মিটিং হয় তা ট্রটস্কির নিজের স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়।[১৭]এর কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ ট্রটস্কির লাইনকে আক্রমণ করেছেন তারাও ট্রটস্কির সঙ্গে যোগ দেন।

১৯২৫ সালে চতুর্দশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন অর্থনৈতিক নীতির উপর যে রিপোর্ট দেন সেখানে শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং শিল্পায়নের মধ্যে আবার ভারি শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "যন্ত্র আমদানীকারক দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যন্ত্র উৎপাদনকারক দেশে পরিণত করতে হবে।" প্রস্তাবে

একই সঙ্গে "একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রচার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রচারের বিরুদ্ধে" সংগ্রামের আহ্বান জানায়। এই কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে 'যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের' অবশেষ অর্থাৎ গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানায়।[১৮] স্ট্যালিন কংগ্রেসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্টির মধ্যে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। গ্রামাঞ্চলে পার্টি কমিটির আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা, উপর থেকে নিযুক্তি এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্কের অভাব দূর করবার জন্য এবং অপার্টি ব্যক্তিদের গ্রামীণ সমবায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয় এবং নতুন নির্বাচন দেয়া হয়। কিছু দুর্নীতিবাজ এবং আমলাতান্ত্রিক পার্টি সদস্যদের অপসারণ করা হয়। কুলাকদের মোকাবিলা করবার জন্য প্রশাসনিক প্রদ্ধতি প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

বিরোধী গ্রুপ গ্রামাঞ্চলের প্রতি পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করেন এবং একে 'কুলাকদের প্রতি নমনীয়তা' হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯২৬ থেকে ট্রটস্কির নেতৃত্বাধীন বাম গ্রুপের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং পার্টিতে পূর্বের বিভিন্ন বিরোধী উপদল ('গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' গ্রুপ ও 'ওয়ার্কার্স অপজিশন' গ্রুপ) ট্রটস্কির সঙ্গে যোগ দেন। ১৯২৬ এর জুলাই মাসে তারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিকতা, শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্ব খর্ব করা এবং কুলাক শ্রেণীকে ছাড় দেয়ার অভিযোগ উথাপন করেন এবং একদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতিকেও বিরোধিতা করেন। এই গ্রুপে প্রথম দিকে ক্রুপস্কায়াও ছিলেন পরে তিনি এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। জানা যায় যে, এক পর্যায়ে বিরোধী গ্রুপ নতুন পার্টি গঠনেরও চিন্তা করে। সারাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সমর্থক গোষ্ঠী গঠনের চেষ্টা হয়। "যদিও এটা ছিল 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধী গ্রুপ' কিন্তু এদের কোন পরিষ্কার কর্মসূচি ছিল না। পার্টির ক্ষমতাসীন অংশের প্রতি আক্রোশই এদের ঐক্যবদ্ধ করে।"[১৯] কংগ্রেসে ট্রটস্কি গ্রুপ শতকরা ১ ভাগেরও কম ভোট পায়।

> পার্টিতে প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। ট্রটস্কির মত ছিল, একটি দেশে আলাদাভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র ইউরোপের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশে বিপ্লবের পরই।

পার্টিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতা, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন লাভে ব্যর্থতা এবং এদের মোকাবিলা করবার জন্য স্ট্যালিনের দক্ষ কর্মধারা, এদের অতীতের ভূমিকা– গোপন চিঠিপত্র বৈঠক কর্মতৎপরতা, পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য ও দায়িত্বে গাফিলতি ইত্যাদি সম্পর্কে দলিলপত্র প্রকাশ, পার্টির পত্রিকায় বিভিন্ন বক্তব্যের প্রচার এবং বিভিন্ন পার্টি কমিটির সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে ট্রটস্কি গ্রুপ পার্টিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ১৯২৭ এ বিরোধী গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য ক্রুপস্কায়া বিরোধী গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে গিয়ে তঁদের সম্পর্কে বলেন, "দেশে যে একটা বড় নির্মাণ কাজ চলছে তা তাদের চোখে পড়ে না... বাস্তব জীবন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, জনগণের মধ্যে তাদের কোন ভিত্তি নেই।"[২০]

ব্যাপক ভিত্তিক মতাদর্শিক সংগ্রাম, পার্টিতে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা, উপদল রাখার নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী শৃঙ্খলা আরোপ ইত্যাদি এক পর্যায়ে ফলবতী হয় এবং বিরোধী গ্রুপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ বিরোধী গ্রুপ ত্যাগ করেন। বস্তুত স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ বিরোধী গ্রুপের মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হওয়ায় তা অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। ১৯২৭ এর শেষ দিকে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েত, কামেনেভ ও স্মিলগাকে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তী কংগ্রেস এই বহিষ্কারাদেশ ও সম্পর্কিত কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এর পরদিনই বিরোধী গ্রুপের ১২১'জন সদস্য পার্টি কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে চিঠি দেয়। কংগ্রেস ৭৫ জন সদস্যকে বহিষ্কার করে। পরদিন বহিষ্কৃতদের মধ্যে জিনোভিয়েত কামেনভসহ ২৩ সদস্য নিজেদের ভুল স্বীকার করে বক্তব্য প্রদান করেন।[২১] পরে তারা এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিবৃতিও দান করেন।

গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি এবং পার্টি নীতি

গ্রামাঞ্চলে সে সময় উৎপাদন কিছু কিছু বৃদ্ধি পেলেও যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের বিকাশ সেভাবে তখন ঘটানো যায়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে শতকরা ২৫ থেকে ৪৫ ভাগ কৃষি জমি তখনও কুলাক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে, উৎপাদন উপকরণও অধিকাংশ তাদেরই হাতে। এমনকি অনেক যৌথ খামারও তখন কুলাকদের প্রভাবের কারণে বিকৃত রূপ নিয়েছে। কুলাক শ্রেণীর এই অব্যাহত শক্তিবৃদ্ধি তাদেরকে ক্রমাগত একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে থাকে। ১৯২৮-২৯ সালের দিকে রাষ্ট্রে খাদ্য সরবরাহে তারা ব্যাপক বাধাও সৃষ্টি করতে থাকে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, শুরু থেকেই গ্রামে বলশেভিক পার্টির ভিত্তি দুর্বল ছিল। গৃহযুদ্ধ ও অর্থনেতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচিতে পার্টির সর্বশক্তি নিযুক্ত থাকার ফলে গ্রামে এই অবস্থা পরিবর্তনের কাজটিও সহজ হয়নি। নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে কুলাক শ্রেণীর স্বাধীনতা তাদেরকে যে শক্তিদান করে তা রাজনৈতিক ক্ষমতার সংহত করবার ক্ষেত্রেও তাদেরকে সহায়তা করে। গ্রামাঞ্চলে বলশেভিক পার্টি কাঠামো যা ছিল তা পরিমাণগত এবং গুণগত কোনোদিক থেকেই যথেষ্ট ছিল না। গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে কুলাকদের সদস্যদের অবস্থান কিংবা "ভাল থাকা খাওয়ার সুযোগ ও শিক্ষিত" বলে কুলাকদের পরিবারের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা পার্টি কর্মীর সখ্যতা পার্টি সংগঠনগুলোকে অকার্যকর করে তোলে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে দেখা যায়, কুলাক শ্রেণী শস্য সংগ্রহে বাধা দিলেও পার্টি কর্মীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে না। গরিব ও মাঝারি কৃষকরা ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সংগঠিত ও সচেতন অবস্থায় যাননি। ১৯২৮-২৯ এর শস্য সংগ্রহে ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে প্রাভদা (মার্চ ৯, ১৯২১) পত্রিকায় বলা হয়, "কুলাকদের সহযোগী হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা এবং গ্রামাঞ্চলে গরিব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক এবং কার্যকর সাংগঠনিক কাজের অভাবই ব্যর্থতার মূল কারণ।"

এ অবস্থায় শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পার্টি সংগঠন ও যৌথ খামার গঠনের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পার্টি কর্মীদের গ্রামে পাঠানো শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিরূপ ও বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক দুরত্বও একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। ১৯২৯ এ কেন্দ্রীয় কমিটির পত্রিকায় বলা হয়, "যৌথ খামার গঠন করুন" "কৃষিকে যৌথকরণের জন্য পার্টি সদস্যদের অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।"[২২]

এতোদিন ছিল "কুলাকশ্রেণীকে ঘেরাও করা বা নিয়ন্ত্রিত রাখার"র নীতি, এই নীতি থেকে এগিয়ে গিয়ে পার্টি শ্লোগান তুলল "কুলাকদের

শ্রেণী হিসেবে উচ্ছেদের"। কৃষিতে যৌথকরণ এবং কুলাকশ্রেণীর উচ্ছেদকে তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিল্পায়নের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হিসেবে উপস্থিত করা হয়। এর আগে পঞ্চদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে স্ট্যালিন বললেন, "এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে, ছড়ানো ছিটানো এবং কৃষি জোতগুলোকে যৌথ চাষাবাদের ভিত্তিতে বড় খামারে পরিণত করা এবং তাতে নতুন ও উচ্চতর প্রযুক্তি প্রয়োগ করা। একমাত্র পথ হচ্ছে, চাপের মাধ্যমে নয় বরঞ্চ উদাহরণ সৃষ্টি ও বোঝানোর মাধ্যমে বড় যৌথ খামারে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং নিবিড় চাষাবাদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।"

কুলাক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং যৌথ খামার গড়ে তোলার পার্টির এই নীতি সর্বস্তরে যে সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল তা নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব পার্টি ক্যাডার ও বিশেষজ্ঞ কুলাক শ্রেণীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত ছিলেন তারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন বুখারিন যিনি ট্রটস্কি গ্রুপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্ট্যালিনের খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। স্ট্যালিন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় লাইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে বুখারিনদের সঙ্গে প্রাক্তন ট্রটস্কিপন্থীদের কারও কারও যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং পার্টির মধ্যে আবার একটি উপদল সৃষ্টি হয় যা সে সময় আখ্যায়িত হয় "ডান বিরোধী" বলে। বুখারিন, রাইকভ এবং টমস্কির লিখিত বক্তব্যে পার্টির উপরোক্ত নীতিকে "(ক) কৃষকদের সামরিক-সামন্ত শোষণের নীতি (খ) আমলাতন্ত্র বিকাশ করবার নীতি এবং (গ) কমিনটার্ন ভেঙ্গে ফেলার নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।"[২৩]

কুলাক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের বা কুলাকদেরকে শ্রেণী হিসেবে উচ্ছেদ করবার বলশেভিক নীতির বিরোধিতা করলেও বুখারিন কুলাকদের সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না তা তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলছেন, "বিভিন্ন স্থানে পুরনো ধরনের শ্রেণী সংগ্রাম আবারও তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং এতে উস্কানী দিচ্ছে কুলাকরা। কুলাকরা অন্যদের সম্পদে স্ফীত হচ্ছে কিন্তু গ্রামীণ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করছে।"[২৪] এ সমস্যা সমাধানে তাঁর সুপারিশ ছিল শুধুমাত্র পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করা। কুলাকদের শক্তিবৃদ্ধিকে তিনি বিপদ হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে পাশাপাশি কুলাকদের খামার এবং যৌথ খামার একই অর্থনীতির দুটি অঙ্গ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে। এবং কৃষির বিকাশের জন্যই এটি প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী সংগ্রাম ক্রমাগতভাবে কমে আসবে। পাশাপাশি স্ট্যালিন এ সম্পর্কে বলেছেন, "ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য তার অবশিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করেনি। ... এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর এবং গ্রামের গরিবদেরকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং গ্রাম ও শহরের পুঁজিবাদী ও অন্যান্য শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে।"[২৫]

তখন অনেকের প্রশ্ন ছিল এবং এখনও অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে, কেন ২৮-২৯ সালে যৌথায়ন কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দেয়া হল? কেন এটা আরও আগেই করা হল না? এ সম্পর্কে স্ট্যালিন বলেছেন, "এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, অক্টোবর বিপ্লবের সময়েই পার্টি যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলো। অষ্টম কংগ্রেসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতিও আছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কিছু শর্ত পূরণ প্রয়োজন ছিল যা আগে হয়নি, এখনই সেসব শর্ত পূরণ হয়েছে। প্রথমত, এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের জন্য গণআন্দোলন, পার্টির ব্যাপক সদস্যের সমর্থন। দ্বিতীয়ত, এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, কৃষকদের মধ্যে থেকে এর সমর্থনে গণআন্দোলন-যৌথ খামারকে ভয় না পেয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত খামারের চাইতে যৌথ খামারে সুবিধা উপলব্ধি করা। তৃতীয়ত, এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের বস্তুগত সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে থাকা যাতে কোটি কোটি রুবলের প্রয়োজন এবং সর্বোপরি চতুর্থত, এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শিল্পখাতকে পর্যাপ্তভাবে বিকশিত করা যাতে তা কৃষিকে যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর ও সার যোগান দিতে পারে। এটা কি মনে করা সম্ভব যে এসব শর্ত দু'তিন বছর আগে পূরণ হয়েছিল? না মোটেই না।"[২৬]

উপদলের শেষ ভাঙন

ট্রটস্কি নেতৃত্বাধীন গ্রুপ এই সময়ের মধ্যে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। ১৯২৮ সালেই কামেনেভ, জিনাভিয়েত, পিয়াটাকভ তাদের ভুল স্বীকার করে পার্টিতে যোগ দেয়ার আবেদন জানান। বুখারিনের উপদলের তৎপরতা শুরু হবার পর ট্রটস্কির অনুসারীদের অনেকেই স্ট্যালিনের পক্ষে যোগ দেন। এই বছরের জুন মাসে পূর্বে বহিষ্কৃতদের প্রিওব্রেঝনিস্কিও পার্টিতে তাকে পুনর্বহালের আবেদন জানান। বুখারিনের ডান বিরোধী গ্রুপের তৎপরতা এ সময়ই ব্যাপকভাবে হয়। কমিনটার্নের সভাতেও বুখারিনের লাইন নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯২৯ এর এপ্রিলে কেন্দ্রীয় কমিটির এক দীর্ঘ সভায় বুখারিন, রাইকভ এবং টমস্কি কৃষি নীতি, কৃষক শ্রমিক মৈত্রী এবং নয়া অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য রাখেন। স্ট্যালিন এর দীর্ঘ উত্তর দেন এবং তাদের বক্তব্য খন্ডন করেন। এর মধ্যে বুখারিন একবার পার্টিতে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন। মতভেদ নিরসনের চেষ্টার কারণে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি।

বস্তুত সে সময় সারা দেশে যে বিপুল নির্মাণ কার্য এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন শুরু হয় তাতে অনেকেই স্ট্যালিনকে সহযোগিতা করবার তাগিদ অনুভব করেন। ই এইচ কার লিখেছেন, অনেকের অনুভূতি প্রকাশ করে আই এন স্মিরনভ বলেন, "আমি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমি নির্মাণ করতে চাই। কেন্দ্রীয় কমিটি অনেক সময়ই নির্বোধ এবং বর্বরের মত নির্মাণ করছে। কিন্তু বিশাল বিশাল নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তুলনায় আমাদের মতাদর্শিক পার্থক্য নগণ্য।" পিয়াটাকভ বুখারিনকে তার অবস্থান থেকে নমনীয় হবার জন্য অনুরোধ জানান।

ট্রটস্কি দূরে অবস্থান করলেও তার তৎপরতা এ সময়ে বেড়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতির অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে ২৯ সালে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২৯ আগস্টে পার্টি শৃঙ্খলাবিরোধী উপদল গঠন ও তার তৎপরতা বৃদ্ধি এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়াম থেকে বুখারিনকে অপসারণ করা হয় এবং নভেম্বরে পার্টি পলিটব্যুরোও বুখারিনকে অপসারণ করে।[২৭]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যে অবশ্যই পরিকল্পিত অর্থনীতি এ সম্পর্কে পার্টিতে কোন বিতর্ক ছিল না, কিন্তু যেহেতু এ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই–সেহেতু এর বাস্তবায়ন করা ছিল খুবই ঝুঁকিসাধ্য কাজ। পার্টির মধ্যে পরিকল্পনার খাতওয়ারি অগ্রাধিকার, সময় এবং

পরিকল্পনা ভিত্তি, শ্রমিক কৃষকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বাজার ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে বেশ ঐতিহাসিক বিতর্ক ও মতাদর্শিক সংগ্রাম সংগঠিত হয়। এই বিতর্কের মধ্যেই পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলতে থাকে। যখন পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় তখন বিতর্ক শেষ পর্যায়ে এবং পার্টি ঐক্যবদ্ধভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।

১৯২৬ সালেই গসপান বা সোভিয়েত পরিকল্পনা কমিশনকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মোটামুটিভাবে ১৫ বছরের একটি ছক তৈরি করা হয়। এর আগে অর্থনীতি কমিশন শিল্পখাতের জন্য আলাদাভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যেখানে "উৎপাদন শিল্প" ও "ভোগ্য পণ্য শিল্প" এই দুই ভাগে ভাগ করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেয়া হয়।

পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়নের জন্য দেশের সকল বিভাগ মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য ও পরামর্শ চাওয়া হয়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আঞ্চলিক তথ্যাবলি চাওয়া হয়, কিন্তু তখন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠান মোটেই এর জন্য প্রস্তুত ও সংগঠিত ছিল না। এমন কি যারা কিছু তথ্য ও পরামর্শ দিয়েছে সেগুলোও ছিল খুব অগোছালো। এর উপরই সাধারণভাবে কাঠামো তৈরির কষ্টসাধ্য কাজটি করা হয়। এই পরিকল্পনা পেশের সময় গসপান পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় শর্ত বা অনুমিতি উল্লেখ করেছিল। এগুলো হচ্ছে: "(১) পরবর্তী ৫ বছরের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সংকট সৃষ্টি হবে না। (২) আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে অনুকুল সম্পর্ক স্থাপিত হবে। (৩) পরবর্তী দুই বছরে ফসল উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে। (৪) অর্থনীতিতে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় কমে আসবে।"[২৮]

১৯৩০ সালে সারাদেশে খুব ভাল ফসল হয়, এর ফলে বেশ ভাল উদ্বৃত্ত রফতানি করাও সম্ভব হয়। কিন্তু ১৯৩১ সালে কোন কোন অঞ্চলে ফসল মার খায়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অবস্থার অবনতি ঘটে, রফতানিকৃত পণ্যের তুলনায় আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়ে। এটা মোকাবিলার জন্য কিছু কিছু দ্রব্যের (তামাক, মিষ্টি, লিনেন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য) অভ্যন্তরীণ ভোগ কমিয়ে রফতানি বৃদ্ধি করতে হয় এবং কাঁচা তুলার আমদানিও কমাতে হয়। বিশ্ব পটভূমিতে যুদ্ধের হুমকি বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রতিরক্ষা খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়। উৎপাদনশীলতাও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি।[২৯]

এতসব প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধতার মুখেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপুল অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকেই মূর্ত করে। প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয় ভারি শিল্পের উপর। এই গুরুত্ব দানের যুক্তি ছিল উৎপাদন উপকরণের দিক থেকে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করা। এরকম একটি ধারণা আছে যে, বিনিয়োগের উচ্চহার সম্ভব হয়েছিল ভোগের হার চূড়ান্তভাবে কমিয়ে। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য মিলিয়ে দেখলে এর সত্যতা পাওয়া যায় না। এটি ঠিক যে, জাতীয় আয়ে ভোগের অনুপাত ৭৭.৪ শতাংশ থেকে কমে ৬৬.৪ শতাংশে নেমে আসে কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪০ ভাগ। পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান ও প্রকৃত মজুরী দুটোই বৃদ্ধি পায়। ১৯২৮ এ মোট মজুরি ও বেতনের পরিমাণ ছিল ৮,১৫৮ মিলিয়ন রুবল, ১৯৩২ এ তা দাঁড়ায় ৩২,৭৩৭ মিলিয়ন।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে বিশেষজ্ঞ এবং দক্ষ জনশক্তির উল্লেখযোগ্য অভাব ছিল। এ অবস্থাকে একটি বিশেষ প্রতিকূলতা হিসেবে বিবেচনা করে পরিকল্পনাকালে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। মূল পরিকল্পনায় শুধুমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪০ হাজার নতুন প্রকৌশলী, ২০ হাজার সিভিল প্রকৌশলী এবং ২০ হাজার কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়। প্রথম কিছু দিন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করা হয়। পরিকল্পনার শেষ দিকে উচ্চতর কারিগর কলেজে অধ্যয়নরত ছিল ২ লাখ, মাধ্যমিক কারিগর স্কুলে ছিলো আরো ৯ লাখ শিক্ষার্থী।

সোভিয়েত সরকার এবং অর্থনীতিবিদরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন সেগুলোর যথাযথ ভিত্তি ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে পশ্চিমের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। মরিস ডব তাঁর গ্রন্থে এসব বক্তব্য পর্যালোচনা করেছেন, সোভিয়েত জাতীয় আয় নিরূপণ পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে এ নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিতর্ক চলছিল তাও তুলে ধরেছেন। সব পর্যালোচনার পর তিনি সোভিয়েত উপাত্ত নির্ভরযোগ্য বলেই সিদ্ধান্ত টেনেছেন।[৩০]

সোভিয়েত সূত্র থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে যে তথ্যগুলো উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলো নীচের ছক থেকে পাওয়া যাবে।[৩১]

উপরের তথ্য অনুযায়ী এই সময়কালে গ্রামাঞ্চলে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার অভিযান অনেকখানি সফল হয়েছে। কৃষিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার সে সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ

শহুরে শ্রমিকদের বেতন এবং মজুরির বিভিন্ন খরচ অনুপাত দেখলে জীবনমান উন্নয়নের চিত্র পাওয়া যাবে।

ছক-২: বেতন ও মজুরীর খরচের অনুপাত

	১৯২৭-২৮	%	১৯৩২-৩	%
কৃষিপণ্য ক্রয়	২,৮৯১	৪৩.৫	৫,০০৯	৩৯
শিল্প পণ্য ক্রয়	২,২৮৮	৩৪.২	৪,১৭৪	৩২.৫
বাসস্থান এবং সেবা	৫৮২	৮৭	১,২২০	৯.৫
শিক্ষা সংস্কৃতি	৩৫৫	৫.৩	১,০৫৩	৮.২
কর	২০	০.৩	৫২	০.৪
অন্যান্য	২৩৬	৩.৫	৫৬৫	৪.৪
সঞ্চয়	৩৩৪	৫	৭৭৩	৬

সূত্র : Strumiln's Estimate উদ্ধৃতি: ডব, পৃষ্ঠা ২৪০

ছক-৩: বিভিন্ন দেশে শিল্প উৎপাদনের অনুপাত (১৯২৯ এর তুলনায় শতাংশ)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১০০	১২৯.৭	১৬১.৯	১৮৪.৭	২০১.৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০০	৮০.৭	৬৮.১	৫৩.৮	৬৪.৯
ব্রিটেন	১০০	৯২.৪	৮৩.৮	৮৩.৮	৮৬.১
জার্মানী	১০০	৮৮.৩	৭১.৭	৫৯.৮	৬৬৮
ফ্রান্স	১০০	১০০.৭	৮৯.২	৬৯.১	৭৭.৪

ছক-৪: জাতীয় আয়ে শিল্প ও কৃষির অবদানে পরিবর্তন

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩৩
১. শিল্প (ক্ষুদ্রশিল্প বাদে)	৪২.১	৫৪.৫	৭০.৪
২. কৃষি	৫৭.৯	৪৫.৫	২৯.৬

জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি অর্থনীতির কাঠামোগ পরিবর্তন নির্দেশ করে। নীচের ছক থেকে শিল্পখাতের মালিকানা এবং প্রকৃতি বোঝা যাবে।

ছক-৫: **বৃহদায়তন শিল্পের প্রধান দুটি শাখায় আপেক্ষিক গুরুত্ব**

১৯২৬-২৭ এর দামস্তর অনুযায়ী মোট উৎপাদন (হাজার মিলিয়ন রুবল)

	১৯২৯	১৯৩৩
মোট বৃহৎ শিল্প	২১	৪১.৯
গ্রুপ ক: উৎপাদনের উপকরণ	১০.২	২৩.৩
গ্রুপ খ: ভোগ্য পণ্য	১০.৮	১৭.৬
আপেক্ষিক গুরুত্ব	শতকরা	শতকরা
গ্রুপ ক:	৪৮.৫	৫৮.৫
গ্রুপ খ:	৫১.৫	৪২

উৎপাদনের উপকরণ এবং ভোগপণ্য দুই বিভাগেই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও প্রথমটির বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

ছক-৬: **সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন** (মিলিয়ন রুবল)

	১৯২৯	১৯৩৩
মোট উৎপাদন	২১,০২৫	৪১,৯৬৮
(যার মধ্যে)		
১. সামাজিকীকৃত শিল্প	২০,৮৯১	৪১,৯৪০
(যার মধ্যে)		
ক. রাষ্ট্রীয় শিল্প	১৯,১৪৩	৩৮,৯৩২
খ. সমবায়ী শিল্প	১,৭৪৮	৩,০০৮
২. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প	১৩৪	২৮

স্পষ্টতঃই শিল্প খাতে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী কাঠামোর আধিপত্য দেখা যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে উৎপাদনও প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শিল্পে যে হারে অগ্রগতি হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষিতে তা হয়নি।

ছক-৭: **খাদ্যশস্য ও শিল্প কাঁচামালের উৎপাদন** (মিলিয়ন সেন্টনারস)

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩৩
খাদ্যশস্য	৮০১	৭১৭.৪	৮৯৮
কাঁচা তুলা	৭.৪	৮.৬	১৩.২
ফ্রাক্স ফাইবার	৩.৩	৩.৬	৫.৬
আখ	১০৯	৬২.৫	৯০
তেলবীজ	২১.৪	৩৫.৮	৪৬

ছক-৮: **যৌথকরণ**

	১৯২৯	১৯৩৩
যৌথ খামারের সংখ্যা (হাজারে)	৫৭	২২৫
যৌথ খামারভুক্ত পরিবারের সংখ্যা (মিলিয়ন)	১	১৫.২
যৌথ খামারে অন্তর্ভুক্ত পরিবারের শতকরা হার	৩.৯	৬৫

ছক-৯: **খাত অনুয়ারী পরিমাণ** (মিলিয়ন হেক্টর*)

খাত	১৯২৯	১৯৩৩	মোট আবাদী জমি
১. রাষ্ট্রীয় খামার	১.৫	১০.৬	১০.৬
২. যৌথ খামার	৩.৪	৭৩.৯	৭৩.৯
৩.ব্যক্তিগত কৃষক খামার	৯১.১	১৫.৫	১৫.৫
মোট আবাদী জমি	৯৬	১০০	১০০

* ১ হেক্টর= ২.৫ একর

খামারে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কেন্দ্রের মাধ্যমে তা সরবরাহ করা হয়েছে। ট্রাক্টরের সংখ্যা ১৯২৯ সালে ছিল ৩৪ হাজার, ১৯৩৩-এ তা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৪ হাজার। মেশিন এন্ড ট্রাক্টর স্টেশন ২৯ এ ছিল ২ হাজার, ৩৩-এ দাঁড়ায় ৭৪ হাজার।

অন্যান্য আরও কিছু তথ্য এই সঙ্গে উপস্থিত করা প্রাসঙ্গিক[৩২]:

১. শিল্প শ্রমিকদের বার্ষিক গড়পড়তা মজুরি ১৯৩০ এ ছিল ৯৯১ রুবল, ১৯৩৩-এ দাঁড়ায় ১৫১৯ রুবল।
৩. সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৭ ঘন্টা শ্রম সময় চালু করা হয়।
৪. যৌথ খামারে ঋণ দেয়া হয়, ১৬০০ মিলিয়ন রুবল।
৫. স্বাক্ষর জনগোষ্ঠী বিপ্লবের পর দ্রুত বাড়ে, ১৯৩০-এ ছিল শতকরা ৬৭ ভাগ, ১৯৩৩ তা দাঁড়ায় শতকরা ৯০।
৬. ১৯৩০-এ মোট শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৪,৫৩০,০০০। ১৯৩৩-এ তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২১,৮৮৩,০০০।
৭. উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯২৯ এ ছিল ৯১টি, ১৯৩৩-এ তা হয় ৬০০টি। বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯২৯ এ ছিল ৪০০টি, ১৯৩৩-এ তা দাঁড়ায় ৮৪০টিতে।
৮. সিনেমা হল ১৯২৯ এ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ, ১৯৩৩এ তার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯,২০০।
৯. সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ১৯২৯ এ ছিল ১২ লক্ষের ওপরে, ১৯৩৩-এ তা দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষের বেশি।
১০. সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। যৌথ খামারের সভানেত্রী হিসেবে তখন কাজ করছিলেন ৬০০০ মহিলা; ২৮,০০০ ব্রিগেড নেতা, ১০০,০০০ টিম সংগঠক, ৭,০০০ ট্রাক্টর ড্রাইভারও ছিলেন নারী।
১১. দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১৯৩০-এর ১৮৪,৬৬২ থেকে বেড়ে হয় ২৭৭,৯৭৪।

পরিবর্তনগুলো স্ট্যালিন উলেখ করেছেন এভাবে : "শিল্পায়নের ভিত্তি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একটিও ছিল না, এখন আমাদের একটি হয়েছে। আমাদের কোন ট্রাক্টর শিল্প ছিল না, এখন একটি হয়েছে। আমাদের কোনো অটোমোবাইল শিল্প ছিল না, এখন একটি হয়েছে। আমাদের মেশিন টুলস্ শিল্প ছিল না, এখন একটি হয়েছে। আমাদের

বৃহৎ এবং আধুনিক রাসায়নিক শিল্প ছিল না, এখন একটি হয়েছে। আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য আধুনিক এবং বৃহৎ কোন শিল্প ছিল না, আমাদের কোন বিমান শিল্প ছিল এখন একটি করে হয়েছে। বিদ্যুৎ ক্ষমতা, তেল ও কয়লা উৎপাদনে আমরা ছিলাম সবার শেষে, এখন আমার প্রথম সারিতে আছি। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ থেকে এখন শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হয়েছে।"[৩৩]

শুধুমাত্র ৪ বছরে এই পরিবর্তন আসেনি, বিপ্লব উত্তরকালে ক্রমাগতভাবে এর ভিত্তি তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের প্রথম পরিকল্পিত অর্থনীতির কাঠামো তৈরি, কৃষি নির্ভর একটি অর্থনীতিকে শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের আধিপত্য থেকে বৃহদায়তন উৎপাদনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের কর্মস্পৃহাকে উৎপাদন সম্পর্কের বিপ্লবী রূপান্তরের সঙ্গে সার্থকভাবে সমন্বিত করবার কাজটি এই ৪ বছরেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে বুর্জোয়া বিশ্বের অবিশ্বাস এবং পার্টির অভ্যন্তরে অনেকের সংশয়কে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করে এবং এটি সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষের জীবন পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে একটি বাস্তবতা হিসেব প্রতিষ্ঠিত করে।

অধিকতর অগ্রগতির জন্য স্ট্যালিন সে সময় যে কাজগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সেগুলো হচ্ছে "(১) আত্মসমালোচনার পূর্ণ বিকাশ এবং আমাদের কাজের সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচন করা (২) বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলার জন্য পার্টি, সোভিয়েত, যুব কমিউনিস্ট লীগ, অর্থনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোকে ব্যাপকভাবে কার্যকর করা (৩) কৃষক এবং শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ব্যাপক করা (৪) গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করা (৫) ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের অভাব দূর করা (৬) মাথাভারি প্রশাসন দূর করা (৭) বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষকদের তদারকী বৃদ্ধি করা। (৮) দক্ষ জনশক্তিকে বিভিন্ন অফিস থেকে উৎপাদন নিকটবর্তী কাজে নিয়ে যাওয়া (৯) প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে আমলাতান্ত্রিক ও লাল ফিতাধারী ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচন করা ও বহিষ্কার করা (১০) সোভিয়েত এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী হ্রাস করা (১১) অধঃপতিত এবং অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া।...

মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে..."(১) পার্টির তত্ত্বগত মান যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করা। (২) পার্টির সকল সংগঠনে মতাদর্শিক কাজ বাড়ানো (৩) পার্টির সকল পর্যায়ে লেনিনবাদের বিস্তার ঘটানো (৪) পার্টি সংগঠন ও অপার্টি সংগঠনগুলোতে লেনিনীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটানো (৫) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে যে কোন বিচ্যুতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা (৬) লেনিনবাদ বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ ও ধারাকে পদ্ধতিগতভাবে উন্মোচিত করা ও সংগ্রাম করা।"[৩৪]

নতুন সোভিয়েত সংবিধান

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য, দুর্বলতা ও ত্রুটির অভিজ্ঞতা সামনে নিয়েই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই সময়ে শিল্প কৃষি উৎপাদন, শ্রমিক কৃষকদের জীবন যাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক দিক থেকে এক বড় শক্তিতে পরিণত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশোধনী আনা হয়। ১৯৩৬ এ সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্থনীতি সংগঠন ও শক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশের পর আগের সংবিধানগুলোর সীমাবদ্ধতা দূর করা হয়। ১৯৩৫ সালে পার্টিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দেশব্যাপী আলোচনা, সংশোধনী, মতামত সংগ্রহের পর ১৯৩৬ সালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়।

১৯১৮ ও ১৯২২-২৩ সালের সংবিধানে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন অনুযায়ী কিছু দূর্বলতা ছিল, যেগুলো হচ্ছে (১) নির্বাচন ও ভোটাধিকার সার্বজনীন ছিল না (২) নির্বাচন ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য (৩) নির্বাচন ও ভোটাধিকার ছিল অসমান। লেনিন এবং বলশেভিক পার্টি তখন এসব দুর্বলতাগুলোকে সাময়িক বলেই উল্লেখ করেছেন।

১৯১৮ ও ১৯২২-২৩ সালের সংবিধানে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন অনুযায়ী কিছু দূর্বলতা ছিল, যেগুলো হচ্ছে (১) নির্বাচন ও ভোটাধিকার সার্বজনীন ছিল না (২) নির্বাচন ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য (৩) নির্বাচন ও ভোটাধিকার ছিল অসমান। লেনিন এবং বলশেভিক পার্টি তখন এসব দুর্বলতাগুলোকে সাময়িক বলেই উল্লেখ করেছেন।

১৯১৮ ও ১৯২২-২৩ সালের সংবিধানে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন অনুযায়ী কিছু দূর্বলতা ছিল, যেগুলো হচ্ছে (১) নির্বাচন ও ভোটাধিকার সার্বজনীন ছিল না (২) নির্বাচন ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য (৩) নির্বাচন ও ভোটাধিকার ছিল অসমান। লেনিন এবং বলশেভিক পার্টি তখন এসব দুর্বলতাগুলোকে সাময়িক বলেই উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ১০০তে উত্তরণ, শিল্পায়ন ও যৌথকরণের বিশাল সাফল্যের পর সংবিধানে আরও অধিকার সম্প্রসারণ করবার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়। সে কারণে "স্টালিন সংবিধান" নামে পরিচিত সংবিধান যেসব অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হয় যেগুলো হচ্ছে (১) জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী শ্রমিক কৃষক, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের সার্বজনীন ভোটাধিকার (২) শ্রমিক কৃষকের অসমান প্রতিনিধিত্বের অবসান এবং প্রত্যেকের একটি করে ভোটের সমানাধিকার (৩) প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশ্য ভোটের অবসান ঘটিয়ে পরোক্ষ নির্বাচন এবং গোপন ভোটের ব্যালট ব্যবস্থা (৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি সক্ষম এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের "কাজের অধিকার" ও "বিশ্রামের অধিকার" এবং বিনামূল্যে ভ্রমণ ও থাকবার ব্যবস্থা। (৫) বৃদ্ধ বয়সে স্বচ্ছন্দে ও আরামে, মর্যাদার সঙ্গে থাকার জন্য বীমা ও পেনশন। (৬) সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে শারীরিক অক্ষমতার জন্য জীবন বীমার ব্যবস্থা (৭) শিশু এবং বড়দের স্ব স্ব ক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত রাষ্ট্রের খরচে শিক্ষার অধিকার (৮) সকল নাগরিককে রাষ্ট্রের খরচে চিকিৎসার অধিকার (৯) প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রতিটি গৃহের পবিত্র অধিকার, চিঠিপত্রের গোপনীয়তা অধিকার (১০) ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন ধরনের শিল্পী সংগঠন, বিজ্ঞানী, লেখক, মহিলা প্রাক্তন সৈনিক এবং আরও বহু প্রকারের নাগরিক সংগঠন গড়ার অধিকার (১১) সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিচ্ছিন্নতার অধিকার।[৩৫]

স্ট্যালিন বলেছেন, এসব অধিকার নতুন কিছু ছিল না বরঞ্চ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় জনগণ যে অধিকার অর্জন করেছেন তাকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় আনার জন্যই নতুন সংবিধান। খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, "নয়া সংবিধান হচ্ছে আমরা যে পথ অতিক্রম করে এসেছি তার এবং যা সাফল্য অর্জন করেছি তার সারমর্ম। অন্য কথায় এটি হচ্ছে বাস্তবে এতদিন আমরা যা অর্জন করেছি তার আইনগত কাঠামো এবং রেজিস্ট্রেশন।"[৩৬]

স্ট্যালিন বিরোধী সমালোচনা

স্ট্যালিন বিরোধী সমালোচনায় যে দিকগুলো বিশেষভাবে আসে

সেগুলো হচ্ছেঃ (ক) নিজের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য স্ট্যালিন চক্রান্ত করতেন (খ) যৌথায়ন করবার জন্য কৃষকদের উপর চরম অত্যাচার করেছিলেন (গ) নিপীড়ন বিস্তৃত করেছিলেন, বহু লোককে শ্রম শিবিরে পাঠিয়েছিলেন (ঘ) মস্কো মামলাটা ছিল এক ভুয়া সাজানো মামলা (ঙ) তার আমলে ব্যক্তি পূজা চরমে উঠেছিল (চ) বস্তুত তখন এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পুলিশী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল।

সে সময়কার প্রতিটা ঘটনা, পার্টির বিভিন্ন সভা, বিভিন্ন উপদলের কার্যকলাপ, স্ট্যালিনের প্রতিটি ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে এসব অভিযোগের সত্যতা পুরোপুরি পাওয়া যায় না। "এ মনুমেন্টাল স্টাডি অব দ্য হোল স্ট্যালিন এপিক" বলে প্রচারিত প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার একটি বই, এর নাম লেট হিস্ট্রি জাজ। লেখক হচ্ছেন রয় এ, মেদভেদেভ। স্ট্যালিনে বিরুদ্ধে ক্রুশ্চভের প্রচার অভিযানে তিনি খুবই সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর বাবা ৩০ দশকে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত এর থেকেই তার এক প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করেছে। লেখকের একটি লেখা সিআইএ পরিচালিত পশ্চিম জার্মানীর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় ৬০ দশকে তিনিও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপরই তাঁর এ বই পশ্চিমা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। তার বক্তব্য হচ্ছে, স্ট্যালিন ভুল করেছেন এটা ঠিক নয় তিনি সচেতনভাবে অপরাধ করেছেন এবং ইতিহাসকে পেছন দিকে নিয়ে গেছেন। মেদভেদেভ তাঁর বইতে প্রচুর রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেগুলোর মধ্যে অসঙ্গতি এত বেশি যে ভূমিকা দিতে গিয়ে সম্পাদক ডেভিড জ্যারোভস্কিও বলছেন, "এসব রেফারেন্সের অনেকগুলোতেই পৃষ্ঠা নম্বর এবং সম্পূর্ণ নাম নেই।"[৩৭]

সামরিক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হচ্ছে চর হিসেবে কিন্তু একই সময়ে পার্টি শক্তিশালী এবং আধুনিক সেনাবাহিনী তৈরি করছে। বিজ্ঞানীরা গ্রেফতার হচ্ছে ধ্বংসাত্মক কাজের সহযোগী হিসেবে কিন্তু পার্টির সমর্থনে সোভিয়েত বিজ্ঞান দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। লেখকরা গ্রেফতার হচ্ছে ট্রটস্কিপন্থী এবং প্রতিবিপ্লবী বলে কিন্তু একই সঙ্গে প্রকৃত অর্থেই মাস্টারপিস সাহিত্য রচিত হচ্ছে।

মেদভেদেভ স্ট্যালিনের ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, নিপীড়ন, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি আবার এমন কিছু কথা বলেছেন যা তার অনেক বক্তব্য বাতিল করে। এই গ্রন্থেই তিনি লিখেছেন, "পরাজিত বিভিন্ন ব্যক্তিরা প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন গড়ে তুলেছিল, যদিও সঙ্গত কারণেই তারা ছিল খুব ক্ষুদ্র এবং অসংগঠিত, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা শিল্প কলকারখানায় অন্তর্ঘাত পরিচালনা করছিল, সোভিয়েত শাসকদের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভ সংগঠিত করছিল। এর বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করে তোলার জন্য পার্টি থেকে প্রচার অব্যাহত ছিল। সেই বছরগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলো, আক্রমণাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়েছে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে গুপ্তচর পাঠিয়েছে, যাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছিল দেশত্যাগীদের মধ্য থেকে এবং একই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অস্থির ও বৈরী নাগরিকদের মধ্য থেকেও চর সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছিল।"[৩৮] আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, "এটা খুব জানা কথা যে, যে সময় পার্টি এবং রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ 'জনগণের শত্রু' হিসেবে গ্রেফতার হচ্ছে সে সময় সর্বত্র নতুন স্কুল কারখানা এবং সংস্কৃতি প্রাসাদ গড়ে উঠছে। সামরিক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হচ্ছে চর হিসেবে কিন্তু একই সময়ে পার্টি শক্তিশালী এবং আধুনিক সেনাবাহিনী তৈরি করছে। বিজ্ঞানীরা গ্রেফতার হচ্ছে ধ্বংসাত্মক কাজের সহযোগী হিসেবে কিন্তু পার্টির সমর্থনে সোভিয়েত বিজ্ঞান দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। লেখকরা গ্রেফতার হচ্ছে ট্রটস্কিপন্থী এবং প্রতিবিপ্লবী বলে কিন্তু একই সঙ্গে প্রকৃত অর্থেই মাস্টারপিস সাহিত্য রচিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী বলে যখন সেই একই সময়ে সাবেক আমলের নিপীড়ত জাতিসমূহ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৩৯] তিনি বলছেন, এসব ঘটনায় পার্টির প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই আস্থার পুরোটা 'পকেটে ভরেছেন' স্ট্যালিন। স্ট্যালিন বস্তুত অজ্ঞ এবং পশ্চাৎপদ মানুষের অগ্রসরমান মিছিলের পিছনে লুকিয়েছিলেন। তাঁর বিরোধীরা জনগণকে আক্রমণ না করে স্ট্যালিনকে আক্রমণ করতে পারছিল না।[৪০] আসলে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। স্ট্যালিনকে আক্রমণ করতে গিয়ে তারা জনগণকেই আক্রমণ করেছেন।

কেননা "তিনি জনগণের উপরই নির্ভর করেছিলেন যা স্ট্যালিনের সব কার্যক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যা তার সাফল্য নিশ্চিত করেছিল।"[৪১]

মেদভেদেভোর বক্তব্য হচ্ছে, স্ট্যালিন না থাকলে কিংবা স্ট্যালিন যদি ৩০ দশকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শাস্তি না দিতেন তাহলে এই অগ্রগতি অনেক দ্রুততর হতো, ১৯৩৬-৩৮ এ স্ট্যালিন প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি, বরঞ্চ তিনি নিজেও প্রতিবিপ্লবী ছিলেন। মেদভেদেভ স্পষ্ট করেই বলেছেন, "একজন বাজে কমান্ডারের অধীনস্থ একটি ভাল বাহিনীও বিজয় লাভ করতে পারে। একইভাবে স্ট্যালিনের ভুল অপরাধ সত্ত্বেও পার্টি এবং জনগণই বিশাল সাফল্য অর্জন করেছিল।"[৪২] সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গড়বার সকল কাজ তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংগঠিত হয়েছে! অথচ স্ট্যালিনের বিষয়ে এই লেখকই এর আগে বলেছেন, স্ট্যালিনকে "পার্টির মতাদর্শ ও সম্মিলিত ইচ্ছা, লেনিনের ঐতিহ্য এবং কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করতে হয়েছে। ... স্ট্যালিন জানতেন যে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ লেনিনবাদের সমর্থক বলে ঘোষণা করলেই তিনি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন। স্টালিনের আচরণের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। গ্রেফতার এবং গুলিবর্ষণ ছাড়াও তিনি আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ে কাজ করেছেন। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে তাঁকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, পররাষ্ট্র নীতি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।" এর পরেই বলছেন, "সুতরাং স্ট্যালিনের পার্সোনালিটি কাল্ট সোভিয়েত সমাজের দ্রুত বিকাশকে কোথাও কোথাও মন্থর করেছে কিন্তু একেবারে থামিয়ে দিতে পারেনি"।[৪৩]

ট্রটস্কির জীবনীকার হিসেবে বিখ্যাত Isaac Deutscher এরকম অনেক যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী "মস্কো ট্রায়াল হচ্ছে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে মেনশেভিকদের বিজয়।"[৪৪] মস্কো মামলা ছিল প্রকাশ্য। প্রচুর বিদেশী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু সামরিক ব্যক্তিদের বিচার হয়েছিল গোপনে। বিচার কার্যের এক পর্যায়ে জিনোভিয়েত, কামেনেভ, বুখারিন প্রমুখ নিজেদের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। স্ট্যালিন সমালোচকরা বলেন–এগুলো সবই ছিল সাজানো, প্রত্যেকটি স্বীকারোক্তি ছিল তৈরি করা। ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ

থেকে এগুলো আদায় করা হয়েছে।[৪৫]

kolakowski ও স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, কেন মস্কো মামলার সময় এবং পরে যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেছেন তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের জীবনের বিশাল অগ্রগতি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে স্ট্যালিনের উদ্যমী ভূমিকা, নতুন সংবিধান, সমাজতন্ত্রের বস্তুগত সাফল্যে সারা বিশ্বে তখন বিপুল উচ্ছ্বাস।

সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর যে কিরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছে তা স্বয়ং মিখাইল গরবাচেভের বক্তব্য থেকেই পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, "বিপ্লবোত্তর অগ্রগতিকে কঠিন ধাপে পার হতে হয়েছেম বহুলাংশে তা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অযথা নাক গলাবার ফল। -সত্যের নিরিখে যে কোন সৎ লোককে মানতেই হবে যে সোভিয়েতের ইতিহাস তর্কাতীতবাবে অগ্রগতির ইতিহাস। -ধরা যাক শিল্পায়নের কথা। কী অবস্থায় আমরা তা সম্পন্ন করেছি? গৃহযুদ্ধ আর চৌদ্দটি বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দেশকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক বাধা ছিল আর ছিল এক সাম্রাজ্যবাদী ঘেরাটোপ। না ছিল সঞ্চয়, না উপনিবেশ, বরং যেটুকু অর্থ ছিল তাও ব্যয় করতে হচ্ছিল জারের আমলে নিপীড়িত দুর্গত দুরান্ত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য। -কার্যত শিল্প, বিশেষত: ভারী শিল্প, শক্তি এবং যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলতে হয়েছে নিরতিশয় কষ্টে, প্রায় একেবারে গোড়া থেকেই। পার্টির পরিকল্পনার শক্তি জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে।-অবশ্বিাস্য দু:সময়ের মধ্যদিয়ে নিজ গৃহ থেকে অনেক দুরে, সাধারণবাবে যন্ত্রপাতিবিহীন, অর্ধভুক্ত তারা আশ্চর্য করে দিয়েছে। -বিশ ও তিরিশের দশকে শিল্পায়ন প্রকৃতই ছিল কঠিন কাজ। -আমাদের শিল্পায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৩৩ সাল নাগাদই ফ্যাসিবাদের ডঙ্কা বাজতে শুরু করেছিল দ্রুত। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি হিটলারের যুদ্ধ দানবের রাস্তা না আটকাতো তাহলে এই দুনিয়াটা আজ কোথায় থাকত? বিশ-তিরিশের দশকে গড়ে তোলা শক্তি সম্পদ দিয়ে আমাদের জনগণ ফ্যাসিবাদ উৎখাত করেছে। শিল্পায়ন না হলে ফ্যাসিবাদের সামনে আমরা থাকতাম নিরস্ত্র। -সমগ্র ইউরোপ হিটরারের আগ্রাসন থামাতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আমরা তাকে চুর্ণ করে দিয়েছি। আমরা ফ্যাসিবাদকে কেবল আমাদের সৈন্যদের সাহস ও আত্মত্যাগ দিয়েই পরাস্ত করিনি, খাঁটি ইস্পাত, উন্নত সাঁজোয়া গাড়ি আর ভাল বিমান পোতের সাহায্যও কাজে লাগিয়েছি। আর এইসব কিছুই তৈরি হয়েছিল আমাদের সোভিয়েত কামারশালায়। - যৌথ খামারের ব্যাপারটাই ধরা যাক। এই কথাটির সঙ্গে জগিয়ে আছে কী পরিমাণ গল্প, গুজব আর আমাদের প্রতি উদ্দেশ্যমূলক নিন্দাবাদ তা আমি জানি।- কিন্তু আমাদের ইতিহাসের সেই সময়ের অনেক তন্ময় ছাত্রও আমাদের অর্থনীতির যৌথ খামার বা যৌথ শ্রমের মালিকানা সম্পন্ন ব্যবস্থার অপরিহার্যতা, প্রয়োজন ও গুরুত্ব যথার্থ অনুধাবন করতে পারে না। -ক্ষুদ্রায়তন এবং খন্ডীকৃত কৃষির অনগ্রসরতা উত্তরণের সম্ভাবনা ছিল না কোনকালেই যদি ছোট আর খন্ডিত অবস্থায়ই তা থাকত। -যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা, ১৯১৭ সাল থেকে অদ্যাবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন একাজ করতে হয়েছিল বেদনায়. করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়েছে। কিন্তু একাজ না করলে আমাদের দেশের আর অগ্রগতি সাধন অসম্ভব হয়ে পড়ত। যৌথ ব্যবস্থার ফলেই কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণের সামাজিক ভিত্তি পাওয়া গিয়েছিল, এর ফলেই আধুনিক খামার প্রকরণ চালু হয়েছিল। যৌথ খামার প্রবর্তনের পর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়েছিল।- যৌথ খামার ব্যবস্থা কৃষকের সমগ্র জীবনধারা বদলে দিয়েছে, কৃষককে করে তুলেছে সমাজের এক আধুনিক সভ্য অংশ, যদিও এই বদল রাতারাতি হয়নি সহজেও হয়নি। -আমাদের দেশ থেকে অপুষ্টি আর অনাহারের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে।- যৌথ ব্যবস্থার পঞ্চাশ বছরের ঐতিহাসিক অবদানের ফলে আমরা পুনর্গঠনের সময়েই কৃষিক্ষেত্রকে গুণগতভাবে এক নতুন স্তরে নিয়ে যেতে পারব, সেই সম্ভাবনা আমার দেখতে পাচ্ছি -বিধ্বস্ত স্তালিনগ্রাদ, বিধ্বস্ত রোস্তোভ, খার্কোভ, ওয়েল কুষ্ক এবং ভোরালেজে আমার চোখের সামনে ভাসে।- পশ্চিমে ওরা তখন বলতেন একশ বছরেও রাশিয়া মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, ক্ষত সারাতেই বেলা যাবে, বহুকালের মধ্যে আর পারবে না আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে। আর আজ তারা বলছেন, কেউ প্রশংসায়, কেউবা বিদ্বেষে যে আমরা নাকি মহাশক্তিধর। সহায়সম্বলহীন একাকী আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি দেশ গড়ার দায়িত্ব, একবার নয়, বারবার।"[৪৬]

এখানে গরবাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কঠিন এবং অপরিহার্য অধ্যায়গুলোর সারকথাই বলেছেন যথার্থভাবে। কিন্তু শিল্পায়ন, যৌথব্যবস্থা চালু, ফ্যাসিবাদকে চুর্ণ করা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে আবার গড়ে তুলেছে যে পার্টি, নেতৃত্ব, মতাদর্শ ও ব্যবস্থা তার প্রতি বিষোদগার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতা বা সমস্যা দূর না করে তার পতনে তিনিই নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন! তিনি একক নন, তিনি ছিলেন সমাজে উদ্ভুত নতুন শ্রেণীর প্রতিনিধি। সোভিয়েত পার্টিতে আমলাতন্ত্র, সমাজে নজরদারি ও কর্তৃত্ববাদী শাসন আর অর্থনীতিতে সম্পদের পুঞ্জিভবনের যে ধারা ক্রমে শক্তিশালী হয় তার মধ্য দিয়েই উদ্ভুত হয় এই নব্য ধনিকবণিকআমলা শ্রেণী। এরা তৈরি হয়েছে ভেতরের এসব উৎস থেকে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘেরাও করে রাখা পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা তাকে পুষ্টি দিয়েছে।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

(এই লেখা ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের প্রাক্কালে, লেখার পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত সংস্করণ।)

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। এ সময়কার অর্থনীতি, বুর্জোয়া শ্রেণীর আভ্যন্তরীন সংকট ও চক্রান্তমূলক বিভিন্ন চেষ্টা এবং বলশেভিক পার্টির ক্রমান্বয় শক্তিবৃদ্ধির ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : Charles Bettelheim : Class struggles in U.S.S.R. vol-১ পৃষ্ঠা ৬৯-৯০।

২। কৃষকদের সোভিয়েতগুলো ছিল প্রধানত: সোশ্যার রেভুল্যুশনারীদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯১৭ সালের মে মাসে কৃষক সোভিয়েতগুলোর যে কংগ্রেস হয় সেখানে উপস্থিত ১১১৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র ১৪ জন, অন্যদিকে সোশ্যাল রেভল্যুশনারী (এস আর) প্রতিনিধি ছিল ৫৩৭ জন। এস আরদের আধিপত্যের কারণে কৃষক কমিটিগুলোর মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্নে এক ধরনের নির্বিকারত্ব ছিল। তাছাড়া এগুলো যথাযথ সোভিয়েত রূপও পায়নি, ছিল বস্তুত: ভূমি কমিটি।

শ্রমিক সোভিয়েতগুলোই বলশেভিকদের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠে। সেখানেও ফেব্রয়ারী থেকে অক্টোবরের মধ্যেই বলশেভিক পার্টির প্রধান বিকাশ

ঘটে। ফেব্রুয়ারীতে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বলশেভিক পার্টির অবস্থান ছিল সংখ্যালঘু, অক্টোবরের মধ্যে তা সংখ্যাগুরুর অবস্থান লাভ করে। জুন মাসে সোভিয়েতগুলোর সর্বরাশিয়া কংগ্রেসে উপস্থিত মোট ১০৯০ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক ছিলেন মাত্র ১০৫ জন কিন্তু কংগ্রেসে তাদের লাইনের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। অক্টোবর বিপ্লবের আগে সর্বরাশিয়ায় ফ্যাক্টরি কমিটিগুলোর ১৬৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক প্রতিনিধি ছিলেন ৯৬ জন।

বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা দ্বারাও পরিবর্তন বোঝা যায় ঃ ১৯০৫ সালে পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৮,০০০; ১৯০৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,০০০ যখন মেনশেভিকদের সদস্য সংখ্যা ছির ৯৪,০০০। ১৯০৭ সালে সদস্য সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ১৯১২ সালে বলশেভিকরা ভিন্ন পার্টি গঠন করেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,০০০। এপ্রিলে ৮০,০০০ আগস্টে ২৪০,০০০ এবং বিপ্লবের সময় তা ৩ লক্ষে পৌছায় দেখুন, Bettalheim, পুর্বোক্ত, পৃ: ১২১-১২৪।

৩। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ এবং নয়া অর্থনেতিক নীতির বিস্তারিত আলোচনা বিশ্লেষণ, এ সময়কালে বিভিন্ন মুখী প্রবণতা এবং অর্থনীতিতে এর সামগ্রিক প্রভাবের জন্য দেখুন : E.H. Carr. The Bolshevik Revolution, Vol. 2, Penguin, ১৯৫৭ পৃ: ১৫১-৩৫৭ এবং

Maurice Dobb: Soviet Economic Development Since 1917. London, ১৯৪৮, পৃ: ৮২-১৭৬

৪। Smush কড়া, উদ্ধৃতি Dobb, পৃষ্ঠা ১২৩

৫। আরও আলোচনার জন্য দেখুন, Charles Bettelheim : পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৪-১১৪

৬। ঐ ২৫৯-৬০

৭। উদ্ধৃতি ঃ E.H. Carr: পূর্বোক্ত, vol.১ পৃ: ১৮০

৮। Charles Bettelheim, পৃ: ২৬৯

৯। Lenin, C.W. Vol. ৩১, পৃ: ১৬৮

১০। উদ্ধৃতি ঃ E.H.Carr: পূর্বোক্ত, Vol.২ পৃঃ ২১৪-২১৫

১১। উদ্ধৃতি, Charles Bettelheim, পৃঃ ৩৮৭-৩৮৮]

১২। দেখুন, Lenin, C.W. Vil, ৩২, পৃঃ ২৫৭

১৩। Maurive Dobb, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২

১৪। Bettelheim, পৃঃ ১৬১

১৫। চতুর্দশ কংগ্রেসে স্ট্যালিনের বক্তৃতা, উদ্ধৃতি Dobb পৃ: ২০১

১৬। উড়নন পৃ: ১৮৪-১৮৫

১৭। দেখুন, Leon Trotsky: My Life, London ১৯৭০

১৮। Dobb পৃ: ১৯২

১৯। দেখুন, E.H. Carr. Foundations os a Planned Economy, Vol. ২ পৃঃ ৫-১৯

বিরোধী গ্রুপের তৎপরতা ও স্ট্যালিনের কর্মধারা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই খন্ডের ৩৯ থেকে ৪১ পৃষ্ঠা দেখুন। ২৭ সালে পঞ্চদশ কংগ্রেসের পূর্বে ট্রটস্কি গ্রুপের বক্তব্য নিয়ে পার্টিতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। কংগ্রেসে, ট্রটস্কি গ্রুপ ভোট পায় ৪০০০ সেখানে স্ট্যালিন নীতি ভোট পায় ৭,২৪,০০০। দেখুন, বলশেভিক পার্টির ইতিহাস : ২৪৬

২০। Carr, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০-৩১

২১। দেখুন, ঐ, পৃঃ ৪৭-৫০

২২। বিস্তারিত দেখুন, ঐ, The party in Country side, পৃঃ ১৭৯. ১৮৯

২৩। বুখারিনের লাইনের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির পেনামে স্ট্যালিনের বিস্তারিত বক্তব্য দেখুনঃ The Right Deviation in The C.P.S.U (b) Problems of Leninis, পৃঃ ৩২৬-৪২৮।

২৪. Bukharin, The Path to Socialism. C#OKf, Sialin, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৬০

২৫. Stalin পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩

২৬. ঐ পৃঃ ৩৮৭-৩৮৮

২৭. বিস্তারিদ দেখুন, E. H. Carr, Foundations..... পৃঃ ৭৫-৯১

২৮. Dobb, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৪

২৯. ঐ পৃঃ ২৩৮-২৩৯

৩০. ঐ পৃঃ ২৬১-২৬৮। ট্রটস্কি তার The Revolution Betrayed গ্রন্থে সোভিয়েত সাফল্য নিয়ে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

৩১. Stalin: Report to the 17th Party congress, Jan 26, 1934, Problems of Leninism, পৃঃ ৬৭৬, ৬৯৮, ৭০১, ৭০৯-১১

৩২. Stalin, পৃঃ ৭২৬

৩৩. Stalin, The Results of tje First Five Year Plan, Report delivered at the Joint plenum of the Central Committee and the Central Control Commission of the C,P.S.U. (B), Jan 7, 1933, in Problems of Leninism, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৫

৩৪. Stalin : ঐ পৃঃ ৭৫০, ৭৫৪। সাফল্য অন্ধত্ব, অতি উৎসাহ, বাড়াবাড়ি এবং আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে স্ট্যালিন লেখেন Dizzy with Success, পৃঃ ৪৮৩-৪৯১

৩৫. দেখুন, Stalin: On the Draft Constitution, ঐ পৃঃ ৭৯৫-৮৩৪। খসড়া সংবিধানের উপর বিভিন্ন আলোচনা, মতামত সংশোধনী সম্পর্কে স্ট্যালিনের মতামতও এতে আছে।

আরও দেখুন, মণি গুহঃ ' সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারঃ সোভিয়েত গণতন্ত্র থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে', অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮।

৭৭- এ সংবিধানে আবারও রদবদল করা হয়। এর আগে সর্বহারার একনায়কত্ব বাতিল করা হয়। বর্তমানে সংবিধানে আরও অনেক সংশোধনী আনা হয়েছে।

৩৬. Stalin, ঐ, পৃঃ ৮০৭

৩৭. Roy A. Medvedev: Let History Judge. U.S.A. ১৯৭৩, ভূমিকা পৃঃ xix

৩৮. ঐ পৃঃ ৩৭৫

৩৯. ঐ পৃঃ ৩৭২

৪০. ঐ

৪১. ঐ, পৃঃ ৩৭৫

৪২. ঐ পৃঃ ৫৫৩

৪৩. ঐ পৃঃ ৩৭১

৪৪. Leszek Kolakowski: Main Currents of Marxism, Oxford, ১৯৭৮, পৃঃ ৮৪

৪৫. মস্কো মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মনিগুহঃ পুনর্বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে মস্কো মামলা কলকাতা, ১৯৯০

৪৬. মিখাইল সেগেইভিচঃ পেরেস্ত্রেইকা ও নতুন ভাবনা, বাংলা সংস্করণ, কলকাতা, আগষ্ট ১৯৮৮, পৃঃ ২১-২৩